যায়যায়দিন

03 OCT 2007

ওয়ার্ল্ড ভিশনের শিক্ষা কার্যক্রম

শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে জ্বালো, লেখাপড়ার মান আরো করতে হবে ভালো- এ স্লোগানকে সামনে রেখে বিশ্বব্যাপী সাহায্যকারী এনজিও সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশন দেশের ২৩টি জেলায় ৪৮টি শাখা অফিসের মাধ্যমে সারা দেশে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করছে। ১৯৯৯ সাল থেকে নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার আটটি ওয়ার্ড ও সদর উপজেলার চারটি ইউনিয়ন নিয়ে কাজ শুরু করে এডিপি ওয়ার্ল্ড ভিশন। বর্তমানে জেলার ২ হাজার ৫০০ শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করছে বৃহৎ এ এনজিও সংস্থাটি।

জানা যায়, জেলায় সর্বপ্রথম ১৯৮৬ সালে ওয়ার্ল্ড ভিশনের কার্যক্রম চালু হলেও পরে ১৯৯৯ সাল থেকে বৃহৎ পরিসরে নারায়ণগঞ্জে এডিপি (এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম) নামে শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ক প্রজেক্ট চালু করে। এ প্রজেক্টের মূল উদ্দেশ্য দেশবাসীর মধ্যে শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও

অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর সমাধানে সহায়তা এবং এর ব্যাপক মান উন্নয়ন করা। শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান উন্নয়ন, গরিব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়ার যাবতীয় খরচ বহন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় উন্নয়ন, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক, স্কুল কমিটির সদস্য বিভিন্ন ধর্মগুরু এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে মিটিং ও সমাবেশের মাধ্যমে শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি সাহায্যকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করে ওয়ার্ল্ড ভিশন।

এ প্রসঙ্গে ওয়ার্ল্ড ভিশনের জেলাপ্রধান এডিপি ম্যানেজার পিটার অমিত হালদার বলেন, আমাদের নিজস্ব কোনো স্কুল নেই। বাংলাদেশ সরকারের যে শিক্ষা কার্যক্রম রয়েছে সেটিতে স্থানীয় পর্যায়ে সহায়ক মাধ্যম হিসেবে আমরা সরকারের সহযোগী বন্ধু হয়ে কাজ করি। তিনি বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে মান উন্নয়নের জন্য আমরা বেশ কিছু কাজ করছি যেমন, স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, ধর্মগুরু ও অন্যদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করা। গরিব মেধাবী শিক্ষার্থীদের পড়ার যাবতীয় খরচ বহন এমনকি আবেদনের ভিত্তিতে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ফরম ফিলাপের অর্থও বহন করা হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন স্কুলের কন্সট্রাকশনের উন্নয়ন করা, বেঞ্চ-আসবাবসহ কম্পিউটার ও ক্রীড়া সামগ্রী দেয়াসহ সর্বোপরি একটা স্কুল ও একজন শিক্ষার্থীর সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত থাকে ওয়ার্ল্ড ভিশন।

জানা যায়, চলতি বছর জেলার দুটি ইউনিয়নের চারটি স্কুলের কন্সট্রাকশনের উন্নয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। এছাড়াও ছোট ছোট এনজিও সংস্থা পরিচালিত পৌরসভার আটটি ওয়ার্ডের ২৩টি প্রি-কেয়ার স্কুল এবং শিশু শ্রমিকদের নিয়ে তৈরি ১১টি চাইল্ড লেবার স্কুলসহ বেশ কিছু শিক্ষালয়ে আর্থিক অনুদান দিয়ে সহায়তা করছে ওয়ার্ল্ড ভিশন। শিক্ষার্থীদের থেকে মাত্র ২০ ভাগ অর্থ নিয়ে চাইল্ড লেবার স্কুলগুলো পরিচালনা করছে সংস্থাটি। এদিকে এ বছরের অক্টোবর থেকে ওয়ার্ল্ড ভিশন বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করবে এবং সদর উপজেলার ১ নাম্বার ওয়ার্ড বাদে সবকটি ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকা যেমন- কাশিপুর, ফতুল্লা, কুতুবপুর, গোগনগর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় মোট ৩০টি বয়স্ক শিক্ষা স্কুল স্থাপনের মাধ্যমে এ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

এডিপি শিক্ষা বিষয়ক প্রজেক্ট ম্যানেজার সুখলাল হালদার বলেন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাছাই করে ৩০ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হবে এসব স্কুলে। তিনি বলেন, শুধু এসবই নয়, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, জিও-এনজিও, স্কুল শিক্ষক, স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে আটটি গ্রুপে দিনব্যাপী আলোচনার মাধ্যমে আর কি করলে শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে- এ মতামতের ভিত্তিতে পরবর্তী পাঁচ বছরের পরিকল্পনা ও কাজ হাতে নেয়া হয়। বর্তমানে জেলার প্রায় আড়াই হাজার শিক্ষার্থী ওয়ার্ল্ড ভিশনের আওতায় লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে। এদের মধ্য থেকে পরীক্ষায় প্রথম থেকে দশম স্থান অধিকারী ২০০ ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষা এডিসির উপস্থিতিতে ওয়ার্ল্ড ভিশনের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কৃত করা হয়। এতে করে এসব ছাত্রছাত্রী লেখাপড়ায় আরো উৎসাহী হচ্ছে বলে মত প্রকাশ করেন বিভিন্ন মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক, অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীরা। যা আমাদের দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে এক বিরাট সম্ভাবনা বয়ে নিয়ে আসছে বলে সবাই মত প্রকাশ করেন।

সোনিয়া দেওয়ান প্রীতি